**নবনির্মিত ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট সরকারি কর্মচারি হাসপাতাল শুভ উদ্বোধন**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

সরকারি কর্মচারি হাসপাতাল প্রাঙ্গন, ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা, ১৩ ভাদ্র ১৪২০, ২৮ আগস্ট ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানীত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যবৃন্দ,

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ,

সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য নবনির্মিত ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট সরকারি কর্মচারি হাসপাতালের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

গত মেয়াদে আমরা দায়িত্ব পালনকালে পুরানো রেলওয়ে হাসপাতালটিকে আধুনিক স্বাস্থ্য সুযোগ সুবিধাসম্পন্ন একটি হাসপাতালে রূপান্তরের নির্দেশ দিয়েছিলাম।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তন হওয়ায় আমার এ প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবায়ন হয়নি। এবার দায়িত্বে গ্রহণের পর আবার আমি একই নির্দেশনা দেই। আজকে এটি বাস্তবে রূপ লাভ করছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে বর্তমান সরকার দেশের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অনেকগুলো সূচক আমরা অর্জন করতে সমর্থ্য হয়েছি।

ইতোমধ্যে আমরা জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি-২০১১ প্রণয়ন করেছি। নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী আমরা স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। এ হাসপাতালটিও আমাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

গত সাড়ে ৪ বছরে সারাদেশে সরকারি হাসপাতালসমূহে ৫ হাজারেরও অধিক শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ১৩ হাজার ৫০০ জন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রভাইডার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য বিভাগে ইতোমধ্যে আমরা এডহক ভিত্তিতে ৪ হাজার ১৩৩ জন সহকারি সার্জন এবং বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ১ হাজার ৯৪৫ জন চিকিৎসক নিয়োগ দিয়েছি। এছাড়া ৬ হাজার ৩৯১ জন স্বাস্থ্য সহকারি এবং ৫২১ জন চিকিৎসা সহকারি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান সরকারের আমলে মোট ১ হাজার ৭৪৭ জন স্টাফ নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ৮ হাজার জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আরও প্রায় ৭ হাজার ডাক্তার, ৫ হাজার নার্স ও ৩ হাজার মিডওয়াইফ নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

প্রিয় সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ,

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কল্যাণে সরকার অত্যন্ত আন্তরিক। এজন্য সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

আমরা কর্মচারিদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৫৭ হতে ৫৯ বছরে উন্নীত করেছি। মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের অবসরের বয়স ৫৭ হতে ৬০ বছরে উন্নীত করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য সরকারি চাকুরিতে কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য চাকুরীতে ১% কোটা সংরক্ষণসহ তাঁদের চাকুরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩০ বছরের পরিবর্তে ৩২ বছরে উন্নীত করা হয়েছে।

মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি মেয়াদ ৪ মাস থেকে বৃদ্ধি করে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারিগণ চাকুরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবার ৫ লাখ টাকা ও গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ২ লাখ টাকা অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সরকারি কর্মচারির দাফন/অন্তেষ্টিক্রিয়ার জন্য অনুদানের পরিমাণ ৫ হাজার টাকা হতে ২৫ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়াও, কর্মচারিগণের পোষ্যদের মৃত্যুর কারণে তাঁর দাফন/অন্তেষ্টিক্রিয়ার জন্য ৫ হাজার টাকা করে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

বর্তমানে সরকারি কর্মচারিদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসার জন্য কর্মচারি কল্যাণ বোর্ড হতে ১ লাখ টাকা প্রদান করা হয়। সাধারণ রোগের চিকিৎসার জন্য কর্মচারিদের কল্যাণ তহবিল হতে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের জন্য বিশেষ অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ চাকুরীরত অবস্থায় অথবা অবসরের পর মৃত্যুবরণ করলে তাঁদের পরিবারকে মাসিক এক হাজার টাকা হারে সর্বোচ্চ ১৫ বছর অথবা কর্মকর্তা-কর্মচারির বয়স ৬৭ বছর যা আগে আসে সে ভিত্তিতে ভাতা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারি কল্যাণ বোর্ড হতে সরকারি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারিদের সন্তানদের ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষাবৃত্তি হিসেবে অনধিক দু'সন্তানকে নির্ধারিত হারে অনুদান দেওয়া হচ্ছে।

বর্তমান সরকার জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য সন্তান প্রতি ২০০/- টাকা হারে এবং অনধিক ২ সন্তানের জন্য মাসিক সর্বোচ্চ ৩০০/- টাকা হারে শিক্ষা সহায়ক ভাতা প্রবর্তন করেছে।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৯ সালে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য ৩ বছর পর পর শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করে।

সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় কর্মরত অধস্তন কর্মচারি, যেমন সুইপার, ফরাস, মালি, ঝাড়ুদার ইত্যাদি পদবী পরিবর্তন করে সম্মানজনক পদবী প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ঢাকার আজিমপুর ও মতিঝিল সরকারি কলোনীতে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বহুতলবিশিষ্ট ভবন নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায় রয়েছে। তাছাড়া সেগুনবাগিচা ও মোহাম্মদপুরে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ১০ তলাবিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের জন্য শেরেবাংলা নগরে বহুতল বিশিষ্ট ৪৪৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজও চলছে।

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অফিসে যাতায়াতের জন্য ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহর এবং জেলা পর্যায়ে রাঙ্গামাটিতে স্টাফ বাস কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে।

এ কর্মসূচির অধীনে বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারি কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব ৭৫টি এবং বিআরটিসি'র ভাড়াকৃত ১১টি বাসসহ মোট ৮৬টি বাসের সমন্বয়ে কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছিল।

কিন্তু, গত ৫ মে ২০১৩ তারিখে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশ চলাকালে উচ্ছৃঙ্খল দুস্কৃতিকারীরা বাংলাদেশ কর্মচারি কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ বাস ডিপোতে সংরক্ষিত এলাকায় অগ্নি সংযোগ ও ভাংচুর করে সরকারি কর্মচারিদের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত মোট ৫৩টি বাসের ক্ষতিসাধন করে।

এরমধ্যে ২৮টি বাসে আগুন দেওয়া হয়। ১৬টি বাস পুরোপুরি পুড়ে ধ্বংস হয় এবং ১২টি বাস আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সরকার তাৎক্ষণিকভাবে কতিপয় বাস মেরামত করে কর্মচারিদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছে এবং পুড়িয়ে দেওয়া বাসগুলো প্রতিস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ কর্মচারি কল্যাণ বোর্ডের স্থায়ী আয়ের উৎস সৃষ্টির জন্য দিলকুশায় অবস্থিত জমিতে সরকারি অর্থায়নে ২৬৭ কোটি ৭৩ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্পের অধীনে ৩০তলা ভবন নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে কল্যাণ বোর্ডের অফিস এখানে স্থানান্তরিত হবে ও অতিরিক্ত ফ্লোর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভাড়া দেওয়া যাবে। এতে কল্যাণ বোর্ডের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মচারিদের কল্যাণে আরও কর্মসূচি গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

সচিবালয় এবং মাঠপর্যায়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ বিভিন্ন দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বিভিন্ন দাবী সরকার ইতিবাচকভাবে পর্যালোচনা করছে। ইতোমধ্যে অনেক দাবী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অন্যান্য যৌক্তিক দাবীসমূহ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে।

জনপ্রশাসনকে অধিকতর কর্মদক্ষ, গতিশীল ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারি আইন, ২০১৩ প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

সরকারের প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি গাড়ির পরিবর্তে গাড়ী ক্রয়ের জন্য সুদমুক্ত ২০ লাখ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হচ্ছে। ক্রয়কৃত গাড়ির জ্বালানি, চালকের বেতন ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসিক ৩০ হাজার টাকা হারে বিশেষ ভাতা দেওয়া হচ্ছে।

এ পর্যমত্ম মোট ৪৬১ জন কর্মকর্তাকে এ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে আরও ৩০০ জন কর্মকর্তাকে অগ্রিম প্রদানের কার্যক্রম চলছে এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ভাতাদি বৃদ্ধি করা হয়েছে। ক্যাডার ও নন-ক্যাডারভুক্ত ১ম এবং ২য় শ্রেণির সকল কর্মকর্তাদের ৫০% সিলেকশন গ্রেড প্রদানের পরিবর্তে ১ জুলাই, ২০০৯ হতে ১০০% সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতনভাতাদি বৃদ্ধির বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি স্থায়ী পে-কমিশন গঠনের করার পরিকল্পনা রয়েছে। জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্যতা আনার জন্য সরকার এ বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করছে। এ বিষয়ে আপনারা শিগগিরই শুভ সংবাদ পাবেন।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম অঙ্গীকার সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। একটি গতিশীল, কার্যকর ও দক্ষ জনপ্রশাসন গড়ে তোলার জন্য সরকার মেধা, যোগ্যতা বিবেচনা করে বিভিন্ন পর্যায়ে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি সকল ক্যাডারের লাইনপদে নিয়মিতভাবে পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে।

নন-ক্যাডারভুক্ত সহকারি সচিব পদে ১৬৬ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। সরকারের গতিশীল প্রশাসন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল পদের পদোন্নতির এ প্রক্রিয়াও চলমান থাকবে।

প্রশাসনের শূন্যপদ পূরণের জন্য বর্তমান সরকারের সময়ে ৪টি (২৮তম, ২৯তম, ৩০তম, ৩১তম ও ৩২তম) বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

জানুয়ারি, ২০০৯ হতে মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য প্রায় ৩ লাখ পদ সৃজনের সম্মতি দেওয়া হয়েছে এবং ১ হাজার ৮৫৪ জন উদ্বৃত্ত জনবল আত্মীকরণ করা হয়েছে।

জনগণের জন্য দ্রুত সেবা নিশ্চিত করার জন্য সকল সরকারি অফিসে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ও প্রবর্তন করা হয়েছে। সকল সরকারি কার্যক্রম ই-গভর্ন্যান্সের আওতাভূক্ত করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে হতে সকল সরকারি গণকর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে তৃণমূল পর্যায়ে দেশের অপামর জনগণ এখন ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় সরকারি সেবা পাচ্ছেন।

সরকারি কর্মচারিদের কল্যাণে আমাদের সরকারের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। নবনির্মিত এ হাসপাতালটি ১৬তলার ভিত দিয়ে নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ভবিষ্যতে এটিকে মেডিকেল কলেজসহ ৩০০ শয্যার হাসপাতালে সম্প্রসারণ করে বিভিন্ন বিভাগ চালু করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

এ হাসপাতালের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের স্বাস্থ্যসেবার পরিসর ও মানবৃদ্ধি করা সম্ভব হবে বলে আমি প্রত্যাশা করছি।

সুধিবৃন্দ,

আপনারা জানেন, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা সত্বেও বর্তমান সরকারের সুষ্ঠু সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ফলে আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে আমাদের গড় প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ৬.৫ শতাংশ। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৯৫০ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। মূল্যস্ফীতির হার কমে বর্তমানে ৭% হয়েছে।

সরকারের সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং জনপ্রশাসনের আন্তরিক ও উদ্যোমী কর্মতৎপরতার ফলে ‘রূপকল্প ২০২১' এর লক্ষ্য অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

সরকারের এ অঙ্গীকার বাস্তবায়ন ও কর্মকান্ডের সাথে আপনারাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি আরও বেগবান হলে ভবিষ্যতে আপনাদের সুযোগ-সুবিধা আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। আমি আশা করি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ দেশের সার্বিক কল্যাণে আরও একনিষ্ঠ হবেন এবং দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবেন।

আসুন, আমরা সকলে মিলে বাংলাদেশকে একটি দারিদ্র্য-ক্ষুধামুক্ত আধুনিক শান্তিপূর্ণ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি এবং জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করি।

আপনাদের সকলকে আবারও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

---